যিহোশূয় ঈশ্বরের লোকদের জন্য নিয়মানুবর্তিতার নকশা প্রণয়ন করেছিলেন

ছোটদের যারা শিক্ষা দেন তাদের C6b অধ্যয়ণ করা উচিৎ।

প্রার্থনা ঃ ''প্রিয় প্রভু, যীশুর কথিত পথে, যারা আমাদের বিরুদ্ধে দোষ করে তাদেরকে সংশোধিত করে পুণরায় উত্তম ব্যক্তিতে পরিনত করতে, আমাদেরকে সাহায্য কর।''

১. বিশ্বাসীদের পুণরায় সংশোধিত করার জন্যে প্রার্থনা সহযোগে প্রস্তুতি নিন।

নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে ঈশ্বর যিহোশূয়কে কি নির্দেশ দিয়েছিলেন তা **যিহোশূয় ১ঃ৬-১১** অংশে অন্বেষণ করুন।

মিশরীয় দাসত্ব থেকে মুক্ত করার পর, ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে প্রান্তরে চল্লিশ বছর ধরে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য করেছিলেন। কারন তারা তাঁর উপর অবিশ্বাস করেছিল। তাদের নেতা মোশীর মৃত্যুর পূর্বে ঈশ্বর যিহোশূয়কে অব্রাহামের উত্তরসূরীদের জন্য প্রতিজ্ঞাত দেশকে অধিকার করার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন, যা তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। যিহোশূয় এই সামরিক অভিযানের সময় নিয়মশৃঙ্খলা পালন করেছিলেন। যিহোশূয় ৫-৮ অধ্যায়গুলিতে উদাহরণগুলি দেখুন।

অনবরত পাপ করে যাওয়ার প্রবণতা যুক্ত বিশ্বাসীদেরকে সংশোধন করার কাজটি হল অন্যতম একটি কঠিন বিষয় এবং আপনাকে এর মোকাবিলা করতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই প্রচুর ধৈর্য্য ও প্রেম সহযোগে এটা করতে হবে। আর এটা করতে শাস্ত্র এবং পবিত্র আত্মাকে আপনাকে চালিত করতে দিন। একটি আফ্রিকার গ্রামে যখন একজন প্রাচীন পর্যবেক্ষক একটি গৃহে প্রবেশ করতে উদ্দত হয়েছিলেন, তখন তার নিয়ন্ত্রনকর্তা চিৎকার করে তাকে বলল, ''থামুন! আস্তে আস্তে পিছন দিকে সরে যান!'' একটি দুই মিটার লম্বা বিষ প্রক্ষেপনকারী কেউটে বিছানায় আড়াআড়িভাবে শুয়েছিল এবং তাদের দরজা বন্ধ করাকে নজর রাখছিল। তার নিয়ন্ত্রনকর্তা বলল, ''আমি জানিনা ওটাকে কিভাবে সরাবো। ওটা আমার চোখে বিষ ছুড়ে দেবে ও তারপর আমাকে দংশন করবে।'' তার গ্রামের একজন ব্যক্তি যিনি কিভাবে সাপটিকে সরাতে হয় জানতেন, তিনি সাপটিকে করেদিলেন এবং ঘরটি আবার নিরাপদ হয়ে উঠল।

আপনার পালের মধ্যে পাপ হল বিষধর সাপের মত। যদি আপনি এটাকে ছেড়ে দেন তবে তা সবাইকে বিষময় করে দেবে। এটাকে কি করে সরাতে হয় তা অবশ্যই আপনাকে জানতে হবে নতুবা আপনাকেও বিষময় করে দেবে।

মথি ১৮ঃ১৫-১৮ অংশে যীশু আমাদের দেখিয়েছেন কিভাবে আমরা আমাদের পালের মধ্যে থেকে পাপকে দূর করতে পারি এবং দোষীদের কিরূপে উত্তম ব্যক্তিতে পরিবর্তন করতে পারি।

মথি ১৮ঃ১৫ অংশে অন্বেষণ করুন, যে আমাদের বিরুদ্ধে দোষ করে তার প্রতি আমাদের প্রথমেই কি করা উচিৎ।

অন্যায়কারীদের সংশোধন করার জন্যে আমাদের সর্বাগ্রে কি করা উচিৎ তা **মথি ১৮ঃ১৫** পদে অন্বেষণ করুন।

- কাদেরকে আমাদের অবশ্যই সংশোধিত করতে হবে?

(উত্তর ঃ ''একজন ভ্রাতাকে'', খ্রীষ্টেতে ভ্রাতাদের আমরা সংশোধন করি। খ্রীষ্ট দেহের বাইরে একজন মেষপালকের কোনও কর্তৃত্ব নেই। কোনও ভ্রাতা বিশ্বাসী কিনা এবিষয়ে যদি আপনি নিশ্চিন্ত নন তবে আপনাকে কিছু করতে হবে না।)

- আমাদেরকে অবশ্যই কিসের সংশোধন করতে হবে?

(উত্তর ঃ ''যদি কোনও ভ্রাতা আপনার বিরুদ্ধে পাপ করে'' আপনি কি নিশ্চিত যে সে পাপের কারণে দোষী? মিথ্যে অপপ্রচার শুনে যদি আপনি কাউকে দোষী সাব্যস্ত করেন, তবে আপনি তাকে আঘাত করেন। সে ব্যক্তি পালক হিসাবে আপনার উপর থেকে আস্থা হারাবে।)

- অন্যায়কারীদের সাথে কার প্রথমে কথা বলা উচিৎ?

(উত্তর ঃ আপনার ''বিরুদ্ধে অন্যায়কারী ভ্রাতা'' যাদের বিরুদ্ধে অন্যায় সাধিত হয়েছে সেই বিশ্বাসীদের নিজে থেকে প্রথমে, সমস্যা সংশোধনের জন্যে অন্য বিশ্বাসীর সাথে আলোচনা করতে হবে। অন্য লোকদের কাছে সমস্যা আলোচনা করার আগে অন্যায়কারী লোকেদের সাথে কথা বলার ব্যাপারে বিশ্বাসীদেরকে শিক্ষা দিন। বিশ্বাসীদের মধ্যের মন্দ সম্পর্কগুলিকে যখন তারা নিজেরা সংশোধন করতে অসমর্থ হয়, তখনই কেবল পালক তা করতে সাহায্য করবে।)

- যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অন্যায় সাধিত হয়েছে, তিনি কার কাছে অন্যায় সম্পর্কে বলবেন?

(উত্তর ঃ ''যে অন্যায় করেছে তার কাছে যাও এবং তাকে একাকে আপনাদের মধ্যে যে দোষ সাধিত হয়েছে তা বলুন।'' এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যার বিরুদ্ধে অন্যায় সাধিত হয়েছে তাকে অবশ্যই গোপনে অপরাধকারীর সাথে মিলিত হতে হবে। এই সংঘাতটি খুব কঠিন হলেও পবিত্র আত্মা তা করতে সাহায্য করবেন। একজন পালকরূপে আপনাকে অবশ্যই লোকদেরকে একান্তে সংশোধন করতে হবে। কাউকে এমনকি আপনার স্ত্রীর কাছেও সমস্যা সম্পর্কে কিছু জানাবেন না।)

বিচক্ষণ পালকরা তাদের বেশীর ভাগ সংশোধনের কাজগুলি, গোপন পরামর্শদানকারী অধিবেশনগুলিতে সম্পন্ন করে থাকেন। কারোরই জানার প্রয়োজন নেই, কতটা পরিমান পাপের সাথে গোপনে বোঝাপড়া করা হয়েছে।

- যদি বিশ্বাসীরা সংশোধনের প্রতি মনোযোগ দেয় তবে কি ফল হবে?

(উত্তর ঃ ''যদি সে তোমাকে শোনে, তবে তুমি নিজ ভ্রাতাকে লাভ করলে'' সযত্নে কৃত সংশোধন, ভ্রাতাদের সাথে আমাদের সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে। যখন তাদের প্রয়োজন হয় তখন আমরা আমাদের সন্তানদেরও সংশোধন করতে পারি, কারণ আমরা তাদের ভালবাসি। তাদেরকে আমাদের অবশ্যই এবিষয়ে নিশ্চয়তা দিতে হবে যে, এটা আমরা করি, কারণ তাদেরকে আমরা ভালবাসি। একইভাবে, শাস্তি দেবার জন্যে নয় কিন্তু তাদেরকে পুণরায় উত্তম ব্যক্তিতে পরিবর্তিত করার জন্যেই অপরাধীদেরকে আমাদের সংশোধন করতে হবে।)

যদি কোনও অন্যায়কারী তার দোষ থেকে সুপথে ফেরার পরামর্শের প্রতি মনোযোগ না দেয়, তবে তার জন্য পরবর্তী যে পদক্ষেপ নিতে হবে, সে বিষয়ে **মথি ১৮ঃ১৬** পদে অন্বেষন করুন।

(আমাদেরকে দোষী ব্যাক্তির সাথে, অন্যদের সাক্ষাতে কথা বলতে হবে। সেই কথোপকথনে সাক্ষী হিসাবে থাকবে অন্যরা।)

যদি অন্যায়কারী পরিবর্তিত হতে অস্বীকার করে তবে তার প্রতি যে চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেবেন তা **মথি ১৮ঃ১৭** পদে অন্বেষন করুন।

(উত্তর ঃ পালক তার মেষদের সামনে তাকে সংশোধন করবেন। যদি সে দলের বিশ্বাসীদের কথায় মনোযোগ না করে তবে তারা তার সাথে কোনও সহযোগীতা রাখবে না। যতক্ষন না সে অনুতপ্ত হচ্ছে, তার সাথে প্রভুর ভোজে অংশ গ্রহন করবেন না। কিন্তু সে যখনই অনুতপ্ত হবে, তৎক্ষনাৎ দেরী না করে তার সাথে পুররায় সম্পর্ক গড়ে তুলুন পাছে সে দুঃখে ভারাক্রান্ত না হয়ে পড়ে।)

বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা বিভেদ সৃষ্টি করে, তাদের প্রতি যা করা উচিত **তীত ৩ঃ১০-১১** অংশ দেখুন।

গালাতীয় ৬ঃ১ অংশে অন্বেষণ করুন ঃ-

- যদি কোনও দোষী ভ্রাতা প্রথমে আমাদের একার কথা না শোনা তবে যে প্রকারের ব্যাক্তিদের আমাদের সাথে রাখতে হবে।
- যখন কাউকে সংশোধনের চেষ্টা করছি, তখন যে প্রকারের ভাবভঙ্গী আমাদের থাকা দরকার।
- সংশোধন করার প্রাক্কালে যে বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে।

পৌল, প্রাচীনদেরকে কি বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে এবং কেন্দুয়াদের সম্পর্কে যা বলেছেন তা **প্রেরিত ২০ঃ২৭-৩১** অংশ দেখুন।

২. সপ্তাহের কার্যকলাপ সম্পর্কে আপনার সহকর্মীদের সাথে পরিকল্পনা করুন।

কারোর বিরুদ্ধে যদি কোনও বিশ্বাসীর অভিযোগ থাকে তবে, যীশু যা করতে বলেছেন তা করুন।(ভাগ -১)।

''কেন্দুয়াদের'' পরিদর্শন করুন এবং দৃঢ়তার সাথে তাদের সাথে মোকাবিলা করুন।

গালাতীয় ৬ঃ১ পদ অনুযায়ী অন্যায়কারী বিশ্বাসীদের সাথে কথা বলার পূর্বে, নম্রতার এবং নির্ভীকতার আত্মার জন্য প্রার্থনা করুন।

যার সাথে সম্পর্ক পুনরায় গড়ে তোলা উচিত, সেই সব বিশ্বাসীদের সাথে এবং তাদের জন্যে প্রার্থনা করুন।

৩. আশু-আরাধনার সময় সম্পর্কে আপনার সহকর্মীদের সাথে পরিকল্পনা করুন।

যিহোশূয় কি ভাবে ইস্রায়েলীয়দের শৃঙলাভুক্ত করেছিলেন তা বলুন অথবা অভিনয় করে দেখান।

বিশ্বাসীদের সংশোধন এবং তাদের সাথে সম্পর্কে পুনরায় গড়ে তোলার পদক্ষেপগুলিকে ব্যখ্যা করুন। উপরে ভাগ -১ এ দত্ত প্রশ্নগুলিকে জিজ্ঞাসা করুন।

খ্রীষ্টদেহে নিয়মানুবর্তিতার উদ্দেশ্যগুলিকে ব্যাখ্যা করুন ঃ

- শৃঙলাযুক্ত করার মানে হল লোকদেরকে যীশুর বাধ্য হতে সাহায্য করা, কিন্তু জোরপূর্ব্বক মানুষের নিয়মগুলির প্রতি বাধ্য করা নয়।
- শাস্তি দেবার জন্য নয়, কিন্তু দোষী বিশ্বাসীদের সাথে সম্পর্ক পুনরায় গড়ে তোলার জন্য আমরা তাদেরকে সংশোধন করি। যিহোশূয়ের সময়ে ইস্রায়েলীয়রা ''মৃত্যুজনক নিয়ম বিধির'' অধীনে বাস করত (২ করিন্থীয় ৩ঃ৬)। কিন্তু যীশুর আগমনের পরে, আমরা এখন অনুগ্রহের অধীনে বাস করছি।

ছোটরা যে সমস্ত, নাটক, কবিতা ও প্রশ্নসমূহ প্রস্তুত করেছে, তা তাদেরকে উপস্থাপন করতে দিন।

প্রভুর ভোজের এর পরিচিতিকরণের জন্যে, ১ করিন্থীয় ১১ঃ২৩-৩০ অংশ পড়ুন। যারা অসম্মানের সাথে রুটী ভেঙ্গে ছিল তাদেরকে ঈশ্বর কিরূপে শাস্তি প্রদান করেছিলেন তা বলুন। তারা খ্রীষ্টদেহকে সম্মান প্রদর্শন করেনি। দেহ বলতে তিনটি বিষয়ক বোঝায়, এই তিনটি বিষয়কে ঈশ্বর একটি বলে বিবেচনা করুন। আর এগুলি হল, যীশুর দেহ যা ক্রুশের উপর নির্যাতিত হয়েছিল, বিশ্বাসীদের দেহ যা একত্রে রুটি ভঙ্গে, এবং সেই রুটী যা সম্পর্কে যীশু বলেছিলেন যে ''ইহাই আমার দেহ''।

সপ্তাহের বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে এবং পবিত্রতা ও খ্রীষ্টের দেহে নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়ে ঈশ্বরের সাহায্যে প্রার্থনা করতে ২ অথবা ৩ জনকে নিয়ে দল তৈরী করুন।

যদি বিশ্বাসীরা যীশুর নিয়ম মেনে সংশোধিত হবার দ্বারা সম্পর্ক পুনরায় উদ্ধার করে এবং এর জন্য তারা জনসমক্ষে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে হয়, তবে তাদেরকে তা করতে দিন।

একত্রে গালাতীয় ৬ঃ১ পদ মুখস্থ করুন।

Copyright 2004 © by Paul-Timothy. May be freely copied. Download from www.Paul-Timothy.net